বাংলার বাণী

তারিখ 28 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি তার জমি ফেরত পাবে?

শাওয়াল খান

১৯২১ সালে মাত্র ১২টি বিভাগে ৮৭৭ জন ছাত্র এবং ৬০ জন শিক্ষক নিয়ে পূর্ববঙ্গের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আজ আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান। তাই দেশের সচেতন জনগণ জানতে চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমূহ সম্ভাবনা কি, সমস্যা কি?

১৯১১ সালের নাথান কমিশন এবং ১৯১৭ সালের স্যাডলার কমিশন (যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে পরিচিত) এর সুপারিশের ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ট নং ১৮ পাস হয়। এই আইনের ভিত্তিতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম উপাচার্য নিয়োজিত হলে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯০৫ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর জন্যে তৎকালীন রেসকোর্স ও রমনা গ্রীনের চারপাশে নির্মিত 'রমনা সিভিল স্টেশনের' পরিত্যক্ত সেক্রেটারিয়েট ভবন, গভর্নমেন্ট হাউজ, গভর্নর, মন্ত্রী ও মুখ্য কর্মকর্তাদের জন্যে নির্মিত সুরম্য অট্টালিকাসমূহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অর্থাৎ প্রায় এক বর্গমাইল (প্রায় ৬০০ একর) বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯২৭ সালে স্যায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সরকারের জমি ও ভবন হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে সেক্রেটারী ষ্টেট ফর ইন্ডিয়া-এর পক্ষে তাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তৎকালীন উপাচার্যের মধ্যে একটি স্থায়ী লীজ চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই চুক্তি অনুসারে সরকার ৩,১৭,৮৮০ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস সম্বলিত ভবনাদিসহ ২৫২.৭০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করে। এখানে উল্লেখ্য যে, নাথান কমিশন রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে যে পরিমাণ জায়গা লাগবে তার আয়তন পরিমাণ করা হয়েছিল ৪৫০ একর এবং এর সলঙ্গে ১৩০ একর খালি জায়গা হল ও কেন্দ্রীয় খেলাধুলার মাঠ নির্মাণের জন্যে সুপারিশ করা হয়েছিলো এবং পরবর্তীতে স্যাডলার কমিশন রিপোর্টেও অনুরূপ সুপারিশ করা হয়েছিলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বে স্থান সংকুলানের কোন সমস্যা ছিলো না, সমস্যা শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যখন সামরিক হাসপাতাল স্থাপনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবন, সলিমুল্লাহ হল, গভর্নমেন্ট হাউজের অধিকাংশ স্থান দখল করে নেয়া হয়, ঢাকা হলের দক্ষিণ অংশে স্থাপিত হয় রিক্রুটিং অফিস ও সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিমে নীলক্ষেত এলাকায় স্থাপিত হয় সেনা ছাউনি। কলা ও আইন অনুষদের বিভাগসমূহ, গ্রন্থাগার, অধ্যাপকদের কক্ষ সংকুচিত হয়ে মূল ভবনের পূর্ব দিকের সামান্য অংশে স্থান নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দফতর সরে যায় গভর্নমেন্ট হাউজে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর দূর্দশা আরও চরমে উঠে। একটি প্রাদেশিক রাজধানীর সরকারী দফতর, অফিস আদালত, হাইকোর্ট, মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ জমি ও ভবন রিকুইজিশন করে নেয়া হয়। নতুন সরকারের সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের জন্যে নেয়া হয় ইডেন কলেজের জন্যে নির্মিত ভবনসমূহ, হাইকোর্টের জন্যে গভর্নমেন্ট হাউজ, প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ দফতরের জন্যে জগন্নাথ হলের কেন্দ্রীয় ভবন, পি এম জি 'অফিসের জন্যে জগন্নাথ হল উত্তর ভবন। গভর্নমেন্ট হাউজ সরকারী দখলে চলে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দফতর স্থানান্তরিত হয় জগন্নাথ হল দক্ষিণ ভবনে। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবনটি পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে যায়। ঐ বছরই আহসান উল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং একটি কলেজে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে যা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তখন মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্যে হোস্টেল, ইন্টার্নী ডাক্তারদের বাসস্থান নির্মাণ ও আলীয়া মাদ্রাসার জন্যে রেল লাইনের দক্ষিণের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জায়গাই সরকার দখল করে নেয়। যদিও বর্তমানে যেখানে ইডেন কলেজ ও হোম ইকনমিক্স কলেজ স্থাপিত হয়েছে, সে জায়গার বিনিময়ে এই জায়গা নেয়া হয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কখনও ঐ জায়গার দখল পায়নি।

১৯৪৭ সালে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মক্রমের সম্প্রসারণ, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ইন্ট রেফাল এডুকেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৭ দ্বারা মেট্রিকুলেশন ও হাই মাদ্রাসা-উত্তর দেশের উচ্চ শিক্ষার তাদারকী ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় এর প্রশাসনিক কাঠামোর জরুরী সম্প্রসারণের ফলে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অতিরিক্ত স্থান ও ভবনের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক সেখানে দেশ বিভাগের পরপরই সরকার ১,৩৪,৮৯৭ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস সম্বলিত ভবনাদিসহ ৮২.৭২ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি থেকে হুকুম দখল করে নেয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিক কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

পঞ্চাশের দশকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের ৭ ধারা অনুযায়ী সরকার ১৯৫৫ সালে জাস্টিস ফজলে আকবরের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি পরবর্তী বছরের জুলাই মাসে রিপোর্ট পেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও জমি সম্পর্কে এই কমিটির জোর সুপারিশ ছিলো, ১৯৩৬ সালে দেয়া ২৫২ একর জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল পুনরুদ্ধার করে আরও ৬৩ একর অর্থাৎ মোট ৩১৫ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সংকুলানের সমস্যা অতি প্রকট হয়ে উঠায় তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর লেঃ জেনারেল আজম খানের নেতৃত্বে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সীমানা নির্ধারণ করে দেন। এতে ১৯৪৭ সালে রিকুইজিশন করে নেয়া জমির কিছু অংশ ফেরত দেয়া হলেও ৫৭ একর জমি সরকারের নিকট থেকে যায়। জাস্টিস ফজলে আকবর কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী অতিরিক্ত ৬০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার সুপারিশের কোন প্রতিফলন এতে ছিল না। সীমান্ত চিহ্নিত ক্যাম্পাস এলাকার ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গাসমূহ একুইজিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাজারদর অনুসারে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে দখল পেতে বহু সময় লে যায় এবং এ প্রক্রিয়া ৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত চলে। অপরদিকে চিহ্নিত ক্যাম্পাসের অন্তর্ভুক্ত বাংলা একাডেমী, আবহিক শক্তি কমিশন, বাবুপুরা ফাঁড়ি ও পুরাতন জাদুঘরের জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে কখনো আসেনি।

যে দুটি কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো সে দুটোর সুপারিশ অতিব্য এবং সে সঙ্গে ১৯৩৬ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ২৫২ একর জমি দেয়া হয়েছিল এবং বর্তমান সময়ের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিভাগ, ইন্সটিটিউট, গবেষণা কেন্দ্র, আবাসিক সংস্থান ও অন্যান্য সার্ভিসের তুলনামূলক তথ্য প্রণিধানযোগ্য। ১৯৩৬ সালে যখন ১২টি বিভাগে মাত্র ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী, ৬০/৭০ জন শিক্ষক, ৬টি কতক কর্মকর্তা, শ' খানেক কর্মচারী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিমাণ জায়গা ছিলো এখন ৩৭টি বিভাগ, ৭টি ইন্সটিটিউট যার প্রত্যেকটি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৭টি গবেষণা কেন্দ্রে, ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী, ১১০০ শিক্ষক, ২৮০ জন অফিসার, ১২৫০ জন মিনিস্টারিয়াল স্টাফ এবং ১৭৫০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা মোটেও বাড়েনি। ভালো করে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে পঞ্চাশ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা/আয়তন সামান্যতমও বাড়েনি।

সরকার সত্তর দশকের প্রথম দিকে শাহবাগ এলাকার জাতীয় জাদুঘরের জন্যে ৪.৫ একর জমি বরাদ্দ করে। যদিও ১৯৬১ সালে আজম খান কমিটি জাতীয় জাদুঘর হাইকোর্ট এলাকায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিষয় জাতীয় জাদুঘরের জন্যে জমি বরাদ্দের সময় কর্তৃপক্ষের সনুখে উপস্থাপন করা হয়েছিলো কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এই পরিমাণ জমি একটি জাদুঘরের জন্যে অপ্রতুল বিবেচনায় এরই সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ একর জমি পুরাতন জাদুঘরের ৪.১০ একর জমির (যে জমি ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসভুক্ত করা হয়েছিলো) বিনিময়ে হস্তান্তরের আবেদন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বিনিময় শর্তে এই আবেদন অনুমোদন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ৩ একর জায়গায় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ৪ একর জমি দখল করে। জাতীয় জাদুঘর নির্মাণ কার্য শেষ হলে সমস্ত প্রত্নসামগ্রী তথায় স্থানান্তরের পরও এখন পুরাতন জাদুঘরের জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। এই অজুহাতে যে মন্ত্রী পরিষদে পুরাতন জাদুঘরকে 'নগর জাদুঘরে' রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি আহসান মঞ্জিলে আরেকটি নগর জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের এক কিলোমিটারের মধ্যে আরেকটি নগর জাদুঘর এবং তার দুই কিলোমিটারের মধ্যে আরেকটি নগর জাদুঘর করার যৌক্তিকতা কতটুকু এই প্রশ্ন জেবে দেখা দরকার। এই বিষয়ে ১৬-১১-৮৭ তারিখে ৫৮১১৩৩ নং পত্র মারফত চ্যান্সেলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চ্যান্সেলর তার সচিবালয় থেকে বিষয়টি সুরাহা করার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাগিদও দিয়েছিলো। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কোন জবাব কর্তৃপক্ষ পায়নি।

এই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাথে ০১-০৬-৯২ ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রী বাংলো জিয়া এক আলোচনাসভায় মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সময় সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭ একর হুকুম দখলকৃত জমি ফেরত দেয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় ১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে দাঁড়িয়ে খালেদা জিয়া ঘোষণা দেন, আণবিক শক্তি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেরত দেয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি কতদিনে বাস্তবায়িত হবে তা ভবিতব্যের বিষয়। শেষাবধি জনমনের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয় তার জমি ফেরত পাবে তো?